দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 1997
পৃঃ ২৮ কলাম ৭

উপমহাদেশ ও সার্ক

১৯৯৬ সালটি দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপমহাদেশের বৃহত্তম দেশ ভারতে প্রায় পঞ্চাশ বছরব্যাপী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতন ঘটে। উপদলীয় কোন্দল, আদর্শচ্যুতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের কলঙ্কে কংগ্রেস দল ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওসহ দলীয় নেতৃবৃন্দের ভাবমূর্তি এবং প্রভাব দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কংগ্রেসের এই পতনের সাথে পাল্লা দিয়ে উত্থান ঘটে উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপির। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশসহ সমগ্র হিন্দু বলয়ে বিজেপি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ভারতে বিগত সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে (লোকসভায়) বৃহত্তম দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি কেন্দ্রে সরকারও গঠন করে। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় মাত্র ১৩ দিনের মাথায় বিজেপি সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য হতে হয়। গান্ধী-নেহরু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদকে রক্ষার্থে বিজেপিকে হটানোর লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে মধ্যবাম জনতা দল, সিপিএম-সিপিআই। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আঞ্চলিক দলসমূহ ও একাধিক ক্ষুদ্র বাম দল। প্রায় ১৪টি দল মিলে তারা সরকার গঠন করে কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেব গৌড়ার নেতৃত্বে। কংগ্রেস বাধ্য হয় এ সরকারকে সমর্থন দানে। এভাবে ভারত একটি কট্টর হিন্দু মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবার দুর্ভাগ্য এড়াতে সক্ষম হয় এবং সেখানে বহুদিন পরে একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশেও ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রধান শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বিকাশের পতকাবাহী দলটি বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এর ফলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দুই যুগেরও অধিক কাল অমীমাংসিত বিরোধ ও সমস্যাগুলো সমাধানের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরই প্রত্যক্ষ ফল পানিচুক্তি। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার প্রভাব সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বছরের শুরুর দিকে গৃহযুদ্ধের যে তীব্রতা ছিল সরকারী বাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহী তামিলদের মূল ঘাঁটি জাফনা অধিকৃত হবার পর থেকে তা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এসেছে। উপমহাদেশে চরম দুঃসময় যাচ্ছে পাকিস্তানের। অবৈজ্ঞানিক ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান মোহাজের-অমোহাজের সংঘাত, শিয়া-সুন্নী সংঘাত, পাঞ্জাবী-সিন্ধী-বেলুচ-পাঠান বিদ্বেষ ও হানাহানিতে বিপর্যস্ত। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের বলি মোহাজেরদের রক্তে লাল হয়ে গেছে আরব সাগরের পানি। সুন্নীদের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে প্রাণ দিয়েছে মসজিদে নামাজরত শিয়া। শিয়া ঘাতকদের গুলিতে সুন্নী মুসল্লীদের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়েছে ভূমিতে। মুর্তজা ভুট্টো খুন হয়েছেন করাচীর রাজপথে। বেনজীর ভুট্টো উৎখাত হয়েছেন ক্ষমতার গদি থেকে। যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট লেঘারির নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তা থেকে কোন স্থিতিশীল সরকার জন্মলাভের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

উপমহাদেশের অবশিষ্ট দেশগুলোতে, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপে বিদায়ী বছরে মোটামুটি শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান ছিল।

সার্ক

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বিকাশের জন্য গঠিত সংস্থা সার্ক ১৯৯৬ সালেও তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত জুলাই মাসের শেষদিকে উপমহাদেশে শিশুদের অবস্থা পর্যালোচনা এবং শিশুশ্রম বন্ধ করার উপায় নির্ধারণের জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে সার্ক-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ ঝুঁকিপূর্ণ পেশার কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা এবং আগামী ২ হাজার ১০ সালের মধ্যে শিশুশ্রম একেবারে বন্ধ করে দেয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। গত সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে ঢাকায় সার্ক-এর উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জন্মহার বৃদ্ধি নিরোধকল্পে সার্কভুক্ত দেশসমূহের যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাকেই সার্কভুক্ত দেশসমূহের প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এটা মোকাবিলার জন্য পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত দক্ষতা বিনিময়ের ওপর জোর দেয়া হয়। বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন আশা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিধি-নিষেধ অপসারণ, ট্যারিফ সঙ্কোচন ও হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য গত নবেম্বরের শেষে কাঠমণ্ডুতে অনুষ্ঠিত হয় ৭টি 'সার্ক' দেশের কর্মকর্তাদের বৈঠক। এটা ছিল 'সাপটা' আলোচনার ৪র্থ রাউন্ড। ক'দিন আগে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সার্কভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। এতে আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে 'সাপটা' থেকে 'সাফটায়' উত্তরণের, অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। ডিসেম্বরে ২৭ তারিখ থেকে ঢাকায় শুরু হয় পঞ্চম সার্ক আইন সম্মেলন। এসব তৎপরতা প্রমাণ করে যে, ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে সার্ক-এর সক্রিয়তা ১৯৯৬ সালে জোরদার হয়েছে।